শহরের প্রাণকেন্দ্রে ৩০০ ফিটে বিস্তৃত 'কৃষকের বাজার'



সংগৃহীত ছবি

পূর্বাচল ৩০০ ফিট সড়কের পাশে ১২ বিঘা জায়গাজুড়ে গড়ে উঠছে ‘কৃষকের বাজার’। এখানে মেহেদী ফুড কোর্টের ১২বিঘা জমিতে গড়ে উঠছে পাঁচ শতাধিক দোকান , আধুনিক সুপারশপ, অনলাইন সেবা ও ডেলিভারি ব্যবস্থা। প্রায় ১৫ হাজার কৃষক ও ১৮ হাজার খামারির পণ্য সরাসরি আসবে এই বাজারে। ২০ টাকায় সবজি কেনার সুযোগসহ ন্যায্যমূল্যে মানসম্মত পণ্য মিলবে ক্রেতাদের হাতে। এই উদ্যোগ বাজার সিন্ডিকেট ভাঙতে ও রাজধানীতে আধুনিক বাজারব্যবস্থা গড়ে তুলতে বড় ভূমিকা রাখবে।

মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমাতে এবং কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য সরাসরি বিক্রেতা ও ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দিতে রাজধানীর পূর্বাচল ৩০০ ফিট সড়কের পাশে বড় পরিসরে গড়ে উঠছে ‘কৃষকের বাজার (ফার্মার্স মার্কেট লিমিটেড)’। প্রায় ১২ বিঘা আয়তনের এই বাজারে থাকবে মেহেদী ফুড কোর্ট, আধুনিক সুপারশপ, পর্যাপ্ত পার্কিং, অনলাইন সেবা ও পাঁচ শতাধিক দোকান। আগামী ১০ অক্টোবর এর উদ্বোধনের লক্ষ্য ধরা হয়েছে।

কৃষকের বাজারে কৃষকরা সরাসরি আনবে নিজেদের উৎপাদিত শাক-সবজি, পেঁয়াজ, রসুন, আলু, মাছ, মাংস, ডিম ও ফল। বাজারে ২০ টাকা বা তারও কম দামে সবজি কেনার সুযোগ থাকবে। উদ্যোক্তারা জানাচ্ছেন, এখানে খুচরা ও পাইকারি উভয় ব্যবস্থাই থাকবে। ফলে ব্যবসায়ী ও সাধারণ ক্রেতা উভয়ই লাভবান হবেন।

বাজারে প্রায় পাঁচ শতাধিক দোকান ও আড়ত থাকছে। এর মধ্যে থাকবে গরু-মুরগির মাংস বিক্রির জন্য আলাদা শেড, শাক-সবজির জন্য আলাদা বড় শেড এবং মাছ বিক্রির জন্য পৃথক স্থান। একই সঙ্গে বাজারে আসতে না পারা ক্রেতাদের জন্য থাকবে অনলাইনে অর্ডার ও ফ্রি হোম ডেলিভারি সুবিধা। এর জন্য রাখা হয়েছে ৫০টি নিজস্ব গাড়ি ও শতাধিক মোটরসাইকেল।

বাজারের একপাশে স্থাপন করা হচ্ছে মেহেদী ফুড কোর্ট, যেখানে প্রায় ৩০ থেকে ৩৫টি ফাস্টফুড দোকান থাকবে। পাশাপাশি সাত হাজার স্কয়ারফিট আয়তনের একটি আধুনিক সুপারশপও চালু হবে। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, তাঁরা জায়গাটি ১০ বছরের জন্য ভাড়া নিয়েছেন এবং বাজার অবকাঠামো নির্মাণে প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয় করেছেন।

উদ্যোক্তাদের মতে, প্রায় ১৫ হাজার কৃষক ও ১৮ হাজার পোলট্রি খামারি সরাসরি এই বাজারের সঙ্গে যুক্ত হবেন। তাঁদের উৎপাদিত পণ্য আড়ত ছাড়া সরাসরি এখানে পৌঁছাবে। এর ফলে কৃষকরা ন্যায্য দাম পাবেন, আর ক্রেতারা স্বল্পমূল্যে মানসম্মত ও ফ্রেশ পণ্য কিনতে পারবেন।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, রাজধানীর পাইকারি বাজারগুলো—যেমন কারওয়ান বাজার, তেজগাঁও বা যাত্রাবাড়ীতে—দাম ওঠানামার কারণে সাধারণ ক্রেতারা ক্ষতিগ্রস্ত হন। কিন্তু কৃষকের বাজারে দাম স্থিতিশীল রাখা হবে। উদ্যোক্তাদের বিশ্বাস, এ উদ্যোগ সফল হলে ঢাকা ছাড়াও মিরপুর, হাজারীবাগ বেড়িবাঁধ ও যাত্রাবাড়ী এলাকায় আরও বাজার গড়ে তোলা হবে।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক এবং ক্যাব সভাপতি এ এইচ এম শফিকুজ্জামানের মতে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে কৃষক ও ভোক্তার মাঝে সরাসরি সংযোগ স্থাপন হবে। এতে কৃষক যেমন লাভবান হবে, তেমনি ভোক্তারাও স্বস্তিতে কম দামে মানসম্মত পণ্য পাবেন।